গাঁজা বা ক্যানাবিস সংক্রান্ত তথ্য

মাদককে **না** বলুন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়

৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফ্যাক্স নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১০

টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১১

ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com

Website : www.dnc.gov.bd

গাঁজা কি?

গাঁজা বা ক্যানাবিস হচ্ছে এক ধরনের নেশা জাতীয় উদ্ভিদ। এর ল্যাটিন নাম "ক্যানাবিস স্যাটাভা"। এতে রয়েছে টি, এইচ, সি বা টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল নামক এক সক্রিয় উপাদান যা ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও চেতনায় পরিবর্তন ঘটায়। বাংলাদেশে যে যে ধরনের ক্যানাবিস/গাঁজা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছেঃ

মারিজুয়ানাঃ

মারিজুয়ানা গাঁজা গাছের পাতা ও ফুলের অগ্রভাগ। কখনও কখনও একে হেম্প বলা হয়। এর রং ধূসর-সবুজ অথবা ধূসর-বাদামী, গন্ধ তীব্র এবং সাধারণতঃ ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

হাশিশঃ

হাশিশ গাঁজা গাছের রস থেকে প্রস্তুত করা হয়। কখনও কখনও একে চরস বলে। এর রং গাঢ় বাদামী অথবা কাল এবং সাধারণতঃ ধূমপান অথবা সরাসরি চুষে খাওয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

হাশ তৈলঃ

হাশ তৈল হাশিশ থেকে প্রস্তুত করা হয়, তবে এতে অতি অধিক মাত্রায় টি এইচ সি থাকে। এটা সাধারণতঃ ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

ভাংঃ

ভাং গাঁজাশ্রেণির গাছের পাতা, দুধ ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণে তৈরী এবং একটি নেশা জাতীয় পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একে সিদ্ধিও বলে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গাঁজার ব্যাপক অবৈধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে ১৯৮৪ সাল থেকে গাঁজার চাষ, বিক্রি ও ব্যবহার অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

গাঁজা ব্যবহারে কি কি প্রতিক্রিয়া হয়?

গাঁজার প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে এর বিশুদ্ধতা, কি পদ্ধতিতে এটা গ্রহণ করা হয় এবং কি পরিমাণ গ্রহণ করা হয়-তার উপর। ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হলে সাধারণতঃ সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় এবং তা দুই থেকে তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়। ভাং পান করা হলে প্রতিক্রিয়া হয় ধীরে ধীরে, তবে তা ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

স্বল্প-মেয়াদী প্রতিক্রিয়াঃ

ব্যবহারকারীকে নিস্তেজ, অবসন্ন ও বেশী কথা বলতে দেখা যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর ভিতর মতিবিভ্রম ও সন্ত্রস্তভাব পরিলক্ষিত হয়। তার স্থান ও সময় জ্ঞান পরিবর্তিত হয় এবং অনুভূতি শক্তির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে চলাফেরায় অসংলগ্নতা, হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া, লালচে চোখ ও মুখের শুষ্কতা। যেহেতু গাঁজা শারীরিক চলাফেরা/গতিবিধি এবং সবিস্তারে মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, কাজেই গাঁজা ব্যবহাররত অবস্থায় গাড়ী অথবা মেশিন চালানোর মত কাজ করা বিপজ্জনক।

দীর্ঘ-মেয়াদী প্রতিক্রিয়াঃ

দীর্ঘ দিনের ব্যবহার উৎসাহ বা উদ্যম কমিয়ে দিতে পারে এবং স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটতে পারে। কিছু কিছু গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটতে পারে। কিশোর ও যুবকদের জন্য এটা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, কেননা ঐ বয়সে লেখাপড়া অথবা কর্মসংস্থানের জন্য তাদের দক্ষতা বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ। সিগারেটের মত গাঁজা অথবা হাশিশ ধূমপানের ফলেও শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা এবং এইডস রোগের অগ্রগতি বৃদ্ধি পেতে পারে। অতি সংবেদনশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে তীব্র মানুষিক প্রতিক্রিয়া যেমন- জন্মগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্রনিক সিজোফ্রেনিয়া রোগের উদ্ভব হতে পারে।

গাঁজা কি নেশা সৃষ্টিকারী?

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত গাঁজা গ্রহণের ফলে তা মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ এই মাদকদ্রব্যের অভাব দেখা দিলে ব্যবহারকারী এর জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং একই অনুভূতি লাভের জন্য এই মাদকদ্রব্য আরও বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নিয়মিত অথবা অধিক পরিমাণে ব্যবহারকারীরা হঠাৎ করে এই মাদকদ্রব্য গ্রহণ বন্ধ করে দিলে পরিহারজনিত যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে বিষন্নতা, উদ্বেগবোধ, অনিদ্রা, ঘাম হওয়া এবং ক্ষুধামন্দা। সাধারণতঃ এসব লক্ষণ, যা প্রায়শই মনোদৈহিক, এক সপ্তাহেরও কম স্থায়ী হয়ে থাকে।

গাঁজার ব্যবহার অন্যান্য মাদকদ্রব্যে আসক্তির সৃষ্টি করে বলে কোনো প্রমাণ নেই। তবে একই অবৈধ বাজারে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য বিক্রি হতে দেখা যায় এবং সহজ প্রাপ্যতার কারণে ব্যবহারকারীর হেরোইন, আফিম ও বিভিন্ন ধরনের ট্রাংকুলাইজার-এর মত আরও শক্তিশালী মাদকদ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

জীবন কত চমৎকার
মাদক মানে অন্ধকার

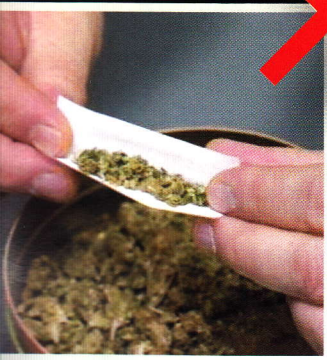

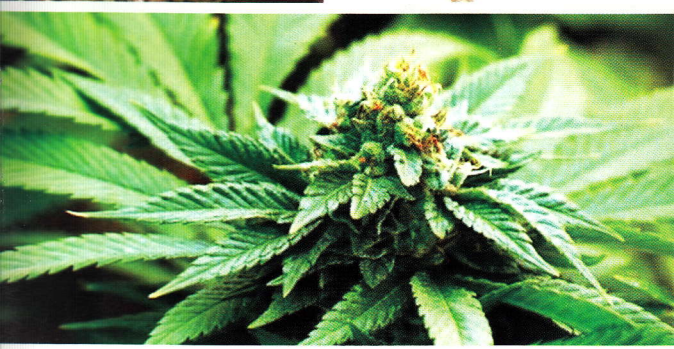

গাঁজা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগে
যোগাযোগ করুন।